শহর ও জেলার খবর

নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

পছন্দের তালিকায় শীর্ষে চকোলেট বোম, বলছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীপাবলি ও দিওয়ালি উপলক্ষ্যে আলোর উৎসবে মাতবে গোটা শহর। এদিকে উৎসবের আবহেও আশঙ্কায় পুলিশ থেকে পর্ষদের কর্তারা। কারণ, আলোর সমানুপাতেই ফাটবে শব্দবাজি। পূর্ববর্তি বছরগুলোর থেকে শিক্ষা নিয়েই তাই শব্দ দানবের তাণ্ডব রুখতে তৈরি কলকাতা পুলিশ থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ। ইতিমধ্যেই শহরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও জোড় কদমে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। ভুঁই পটকা, আগুনে পটকা, উড়োন তুবড়ি, চটিপটি, রকেট বোমা থাকলেও নিষিদ্ধ বাজির মধ্যে চকোলেট বোমাই পছন্দের তালিকায় শীর্ষে বলছেন খোদ যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) মুরলীধর শর্মা। গত এক সপ্তাহ ব্যাপী যে বিপুল পরিমান নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই চকোলেট বোমা। এছাড়া ২০১৮ সালের তুলনায় চলতি বছরে দ্বিগুণ নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও জানান কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান। তবে নিষিদ্ধ বাজি বিক্রির ক্ষেত্রে ট্রেন্ড কিছুটা বদলেছে বেআইনি কারবারীরা। আগে যেখানে ছোটা হাতি বা গাড়ি করে এই জাতীয় বাজি পাচার করা হতো। সেখানে এখন অটো বা বাসে করে নিষিদ্ধ বাজি নিয়ে যাতায়াত করছেন বাজি বিক্রেতারা। পরিমানেও তা অল্প। পুলিশের তল্লাসির ভয়েই তাদের এই পথ অবলম্বন বলেও মনে করছেন গোয়েন্দারা। পুলিশ দেখলেই নিষিদ্ধ বাজি ফেলে চম্পট দেওয়া সহজ। আর তাই থানা ভিত্তিক বাজেয়াপ্তকরণে বেওয়ারিশ বাজির পরিমান বেশি। গত বছর কালিপুজোর সপ্তাহখানেক আগে যেখানে প্রায় ২৩০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেখানে চলতি বছরে তার পরিমান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪২৩ কেজি। যার মধ্যে শুধু গোয়েন্দা বিভাগই ১৪ থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে ১৬০০ কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে। নিষিদ্ধ বাজি বিক্রির দায়ে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে ১০ জন। সব থেকে বেশি বাজি আটক করা হয়েছে বন্দর ও পূর্ব বিভাগে। এর পাশাপাশি বেআইনি মদ বিক্রিও কড়া হাতে দমন করা হচ্ছে। শহর থেকে গত এক সপ্তাহে ৩৬৮ লিটার আইডি লিকার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে উৎসবের দিন ও বিসর্জনে গঙ্গার ঘাটগুলোতে থাকছে পৃথক পুলিশি নজরদারি। চলতি বছর গোটা শহর জুড়ে ৩২৫৬ টি পুজো হচ্ছে। এর মধ্যে ১০ টি বড় পুজোতে একজন করে সহকারি কমিশনারের নেতৃত্বে বাহিনী পরিচালিত হবে। এছাড়া লেক, করুনাময়ী, ঠনঠনিয়া কালিবাড়ির মতো বেশ কিছু বড় মন্দির ও মণ্ডপে থাকবে বাড়তি পুলিশি প্রহরা। কলকাতা পুলিশ, দমকল, সিইএসসি, কলকাতা পুরসভা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (১) জাভেদ শামিম।

এলাকাভিত্তিক কিছু বড় পুজোতে দর্শনার্থীর ভিড় থাকে। তাই সেই সব এলাকায় ক্রাউড সারকুলেশনে জোড় দিচ্ছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। উৎসবের দিনগুলোয় ৫ হাজার বাহিনী থাকবে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর। যার মধ্যে শহরের প্রতিটি ডিভিশন ও কিছু থানায় রিজার্ভ ফোর্সের পুলিশ রাখা হবে। প্রতিটি ডিভিশন ও কিছু থানায় কনট্রোল রুম খোলা হবে। সেখানে পুলিশ থেকে শুরু করে ইউটিলিটি সার্ভিসের শীর্ষ আধিকারিকরা হাজির থাকবেন। শহরের ১৪ টি পয়েন্টে রাখা দমকল বিভাগের ইঞ্জিন। ১১৪ টি অটোতে পুলিশের মোবাইল পেট্রোল টিম অলিগলি এলাকায় নজর রাখবে। বিকেল ৪ টে থেকেই তারা টহলদারি চালাবেন। এছাড়া ১ জন সাব ইন্সপেক্টর এবং ৪ জন এএসআই পদাধিকারী পুলিশ কর্মী নিয়ে প্রতিটি ডিভিশনে দুটি করে পৃথক গাড়িতে নজরদারি চালানো হবে। বাড়তি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। উৎসবের দিনগুলোয় রাতে অতিরিক্ত ১৮ টি এইচআরএফএস পথে থাকবে। ১৪ টি ট্রমা কেয়ার, ১০ টি অ্যামবুলেন্স, ২৭ টি ওয়াচ টাওয়ার, ২১ টি কুইক রেসপন্স টিমং থাকবে। বহুতলগুলির আবাসিকদের সঙ্গে থানা ও ডিভিশন ভিত্তিক বৈঠক করা শুরু করেছেন শীর্ষ আধিকারিকরা।

অন্যদিকে বিসর্জন উপলক্ষ্যেও থাকবে পুলিশের পৃথক ব্যবস্থাপনা। অন্যান্যবারের থেকে শিক্ষা নিয়েই এবারে নীমতলা ঘটে ২ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে বাহিনী পরিচালিত হবে। এছাড়া শহর সংলগ্ন ৩৩ টি ছোটবড় ঘাটেও থাকবে একজন করে ডিসি'র নেতৃত্বে নজরদারির ব্যবস্থা। ৪ টি নৌযানে দিবারাত্র গঙ্গাবক্ষে নজর রাখবে রিভার ট্রাফিক পুলিশের টিম। এছাড়া প্রতিটি ঘটে থাকবে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও উদ্ধারকারী দলের কর্মীরা ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু হবে প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রক্রিয়া। তবে ৩১ অক্টোবর বিসর্জনের শেষ দিন শুধুমাত্র বাজে কদমতলা ঘাট ছাড়া বাজি সব কটি ঘাটই ব্যবহার করা যাবে।

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সূর্যকান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২২ অক্টোবর— এখন জরুরি অবস্থা চালু হয়েছে দেশে, প্রতিবাদ করলে আক্রমণ হচ্ছে, বুদ্ধিজীবীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। কাশ্মীরকে বন্দিশালায় পরিণত করা হয়েছে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। নিছক গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ না, ফ্যাসিষ্ট বাহিনী গড়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। ঝাড়গ্রাম পাঁচমাথা মোড়ে দলীয় সভায় যোগ দিতে এসে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের বিবাদ প্রসঙ্গে বলেন, এদের বিবাদ কবে ছিল না। সরকারে যে আছে তারা বিবাদ মেটাবে। দিল্লিতে গিয়ে দিদি মোদি রুদ্ধদ্বার মিটিং করছেন, আর রাজ্যে রাজ্যপালের সাথে বিরোধিতা মেটাতে পারছেন না? নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি অর্থনীতির কিছু বোঝে? দুর্নীতি, লুঠ এসব বোঝে। অমর্ত্যসেনকেও ওরা অপমান করেছেন। এটাই করেন ওরা। তাই কুৎসা করেছে'।

এদিন, মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির ডাকে ঝাড়গ্রাম জেলা সিপিএমের সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এই ভাবেই কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। এদিন ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন এলাকায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র তাঁর বক্তব্যের আগাগোড়া এনআরসি, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, ধর্মের নামে হানাহানি সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানেন। এদিন, সূর্যবাবু বলেন, 'গ্রামে বাজারে কেনা বেচা শুকিয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে পয়সা নেই। বিস্কুট থেকে গাড়ি সব বিক্রি কমে যাচ্ছে। যারা কিনতেন তারাও ভালো অবস্থায় নেই। খরচ বাড়ছে, আয় নেই। কৃষকদের অবস্থা কি। কোথায় ধান বিক্রি করবে। আখের খেতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। দাম নেই। ধান, আলুর, সবজির দাম পাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহদের লজ্জা হয় না। দেশের শিশুরা বাড়ছে না। লম্বা হচ্ছে না। অপুষ্টি, রক্তাপ্লতায় ভুগছে। শিশু মৃত্যুর উপরের দিকে উঠে গেছে। লজ্জা হওয়া উচিত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, নেপালের অবস্থা ভাল। আপনি বড় বড় কথা বলছেন। আচ্ছে দিন আছে। আচ্ছে দিন হবে না। ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। বড় লড়াই সামনে রয়েছে। লং মার্চ হবে চিত্তরঞ্জন থেকে। শ্রমিক সংগঠন মিলে ডাক দিয়েছে। বিভিন্ন ফেডারেশন রয়েছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাকে বিদেশিদের হাতে বিক্রি করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। শ্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আরএসএস আদিবাসীদের কানে বিষ ঢালছে। ইতিহাস ভুলিয়ে দিচ্ছে। এখানে হিন্দু হিন্দু করছে'। রাজ্য কমিটির সদস্য দেবলীনা হেমব্রম বলেন, 'জঙ্গলমহলে সব ধরণের মানুষ বাস করে। গরিবের কোনও রং হয় না, জাত হয় না। আমরা গরিব এটাই আমাদের পরিচয়। নিজেদের অধিকার পেতে হলে নিজেদের পথে নামতে হবে। মেয়েদের নিরাপত্তা নেই, প্রতিদিন খুন হচ্ছে। স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন কিছু করছে না'। এদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা সিপিএমের সম্পাদক পুলিন বিহারী বাস্কে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক তরুণ রায়, ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বর্ষীয়ান নেতা ডহরেশ্বর সেন, মধূজা সেন রায় ছাড়াও এদিন সিপিএম জেলা সম্মেলনে উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত ভ্টাচার্য।

চিকিৎসার খরচ দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ বাঁচালেন ফিরহাদ, বললেন এ যেন এক অন্য আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি— জন্মের চারদিনের মাথায় অসুস্থ এক শিশু। একরত্তি এই শিশুকে বাঁচানো যাবে না বলে একপ্রকার জানিয়েছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় একপ্রকার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ার সমান হয় বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাসিন্দা ওই শিশুর বাবা-মায়ের। সন্তানকে বাঁচানোর জন্য কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন বাবা সুমন্ত ঘটক ও মা অর্পিতা ঘটক। ২৫ দিন ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর বিল হয় ৫ লক্ষ টাকা। এত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় চিকিৎসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁরা সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সাহায্যের জন্য ফোন নম্বর জোগাড় করে ফোন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমবকে।

এই ঘটনার পরই মেয়র আশ্বাস দেন তাঁদের, চিন্তা করার কোনও দরকার নেই। ছোট্ট শিশুটির চিকিৎসার সমস্ত খরচ তাঁর। তিনিই ব্যবস্থা করবেন সবকিছুর। আগস্ট মাসের এই ঘটনার পরে কেটে গিয়েছে দুমাস। চিকিৎসকের যত্নে এবং মেয়রের বদান্যতায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ছোট্ট ছেলেটি। তারপরই মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ওই দম্পতি। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে খুশি মেয়রও। তিনি বলেন, 'অনেক কাজের মাঝে এটা যেন এক অন্য আনন্দ।' শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদরও করেন মেয়র ।

সন্ময়ের বাড়িতে 'আক্রান্ত আমরা'র প্রতিনিধিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২২ অক্টোবর— পানিহাটি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এসে এবার দাঁড়ালেন 'আক্রান্ত আমরা'। মঙ্গলবার পানিহাটিতে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ও কথা বলেন 'আক্রান্ত আমরা'-র অম্বিকেশ মহাপাত্র, বিমল চক্রবর্তী, দেবদূত ঘোষ, শৈবাল মজুমদার, ভাস্কর দাস, হরপ্রসাদ সমাদ্দার, প্রমিলা দে বিশ্বাস সহ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা পানিহাটির কাউন্সিলর সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরে কয়েকদিন আগে রাতে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুরুলিয়ার পুলিশ। আর এই গ্রেফতারি নিয়ে ব্যাপক হইচই পড়ে রাজ্য জুড়ে। বাম ও কংগ্রেস যৌথভাবে বিক্ষোভ দেখায়। তারপর বিজেপি'র প্রতিনিধি দল আসে সন্ময়ের বাড়িতে। এবার 'আক্রান্ত আমরা'-র সদস্যরা ধৃত কংগ্রেস নেতার বাড়িতে আসে। এবং দীর্ঘক্ষণ সন্ময়বাবুর পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিন 'আক্রান্ত আমরা'-র সদস্য অম্বিকেশ মহাপাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন দুটি শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে। একটি হচ্ছে দলতন্ত্র নয় গণতন্ত্র এবং বদলা নয় বদল চাই। বর্তমানে তিনি এই গণতন্ত্রকেই গলাটিপে হত্যা করছেন। এখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। বেআইনিভাবে সন্ময়বাবুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসন, পানিহাটির বিধায়ক যে ভাষায় কথা বলেছেন, তাতে আতঙ্কিত হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া সন্ময়বাবুর ওপর থার্ড ডিগ্রি ব্যবহার করা হয়েছে। তীব্র অত্যাচারের কারণে সন্ময়বাবুর পরিবার আতঙ্কিত, পাশাপাশি এলাকার মানুষজনও আতঙ্কিত। খড়দহ থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে এব্যাপারে তারা কথা বলবেন। অপরদিকে 'আক্রান্ত আমরা'-র আর এক সদস্য বিমল চক্রবর্তী বলেন, সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় বলা আছে, বাক-স্বাধীনতা রক্ষার। কিন্তু এখানে বাক-স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। সন্ময়বাবুর ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। যা চরম অমানবিক ও লজ্জার। যদিও এদিন এলাকার বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ দাবি করেন, সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মিথ্যাবাদী। উনি মিথ্যা কথা বলছেন।

কৌশল্যায় সম্প্রীতি যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২২ অক্টোবর— বিজেপির গান্ধি সঙ্কল্পযাত্রার পাল্টা হিসেবে খড়গপুরের কৌশল্যায় সম্প্রীতি যাত্রা করলেন জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত দত্ত, স্বরূপ ঘোষ, রঞ্জন দে, বিমল বারিক প্রমুখ। নির্মলবাবু বলেন, যারা গান্ধির হত্যাকারী নাথুরাম গডসের পুজো করে তারাই আবার গান্ধি সংকল্প যাত্রা করে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তিনি জানান, প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত সম্প্রীতি যাত্রা চলবে।

বাংলার শিক্ষার মুকুটে জোড়া পালক

কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের মধ্যে প্রথম কলকাতা, দ্বিতীয় যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার বাংলার শিক্ষার মুকুটে জোড়া পালক যুক্ত হল। কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিয়ের ২০২০-তে সরকারি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এর আগে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একাদশ স্থানে এবং যাদবপুর ছিল দ্বাদশ স্থানে। মঙ্গলবার সকালে ট্যুইট করে এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্যুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০২০-তে সরকারি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এই খবর ভাগ করে নিতে পেরে আমি খুবই খুশি। প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানান। পাশাপাশি অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও।

সারা পৃথিবীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেও র‍্যাঙ্কিং করেছে কিউএস। সেখানে মোট ২৮ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলকাতার স্থান ২৮ ও যাদবপুর রয়েছে ৬৮ নম্বরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বলেন, আইআইটি, আইআইএসসি সহ দেশের সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা শীর্ষে। এটা গৌরবের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি একটি নতুন সংযোজন।

কিউএস ইন্ডিয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন জুটার তরফে এক অধ্যাপক বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যাদবপুর চিরকালই উৎকর্ষের কেন্দ্র। যে বা যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়কে খাটো করে দেখাতে চান, আসলে তাঁরা মনে হয় এই র‍্যাঙ্কিং দেখে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাবেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে একাধিকবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে এই উৎকর্ষের তকমা লেগেছে।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধ করুন অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। বাম পরিষদীয় দলনেতা মনে করেন, গত কয়েকবছরে পিএসসি,এসএসসি এবং টেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে চাকুরি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমশ বাড়ছে। আর এর ফলে রাজ্যের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে। এই দুর্নীতি বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন সুজনবাবু।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে তিনি বলেছেন,২০১২ এবং ২০১৫ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শিক্ষক নিয়োগের জন্য যোগ্যতা অর্জন করার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। সমস্ত কিছু অনলাইনে আবেদনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ শুরু করতেই তিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সুজনবাবুর অভিযোগ, অনলাইনে আবেদনের তারিখ শেষ হওয়ার পরেও ঘুরপথে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টেট পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরে হিসাবের ক্ষেত্রে ইচ্ছামত বাড়ানো হচ্ছে এবং কমানো হচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন, যত দ্রুত সম্ভব তিন মাসের মধ্যে উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এবং দুর্নীতি বন্ধে সঠিক তথ্য সহকারে উর্ত্তীন প্রার্থীদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

এনআরসি'র বিরুদ্ধে বারাসতে স্মারকলিপি মতুয়া ও সংখ্যালঘুদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২২ অক্টোবর— এনআরসি'র প্রতিবাদে মঙ্গলবার পথে নামল সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ নাগরিক তথ্য সংগ্রাম কমিটি সহ দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী সংগঠনের যৌথ ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টের তরফে জানানো হয় অসমে এনআরসি'র নামে যেভাবে নাগরিকদের বেনাগরিক করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে নাগরিকদের বেনাগরিক করার জন্য যে চক্রান্ত চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে তারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ নাগরিক তথ্য সংগ্রাম কমিটি সহ দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী সংগঠন মিলে নাগরিকত্ব সংগ্রাম ও সুরক্ষা যৌথ মঞ্চ গড়া হয়। এই নাগরিকত্ব সংগ্রাম ও সুরক্ষা যৌথ মঞ্চের তরফে এদিন বারাসতে জেলাশাসকের দফতরে এক স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, যেখানে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি নাগরিকত্ব দিয়ে এনআরসি করার দাবি জানানো হয়। কারা শরণার্থী ও কারা অনুপ্রবেশকারী তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া কি তা জানতে চাওয়া হয়। এদিন এই স্মারকলিপি জমা দিতে জেলা সদরে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়। যার ফলে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জেলা সদর বারাসতে। এদিন এই জমায়েত নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন সাংসদ তথা সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্ব মমতাবালা ঠাকুর, দলিত নেতা সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠনের

নেতা কামারুজামান সহ প্রমুখ। এদিন জেলাশাসকের দফতরের বাইরে অস্থায়ী মঞ্চ গড়ে এই যৌথ ফ্রন্টের পক্ষে এক সভা করা হয়। সেখানে নাগরিক নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলে উল্লেখ করা হয়। এদিন মমতাবালা ঠাকুর জানান, ২২০৩ সালে নাগরিকত্বের বিল সংশোধন করে নিঃশর্তে ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষকে নাগরিকত্ব দিতে হবে তারপরেই এনআরসি চালু করা যাবে। তার আরও দাবি, কারা শরণার্থী ও কারা অনুপ্রবেশকারী তা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে তা পরিষ্কার করে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে দু'কোটি মানুষকে তাড়িয়ে দেবে। তারা কিভাবে এই কথা বলছে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার অসমের মত এরাজ্যেও এনআরসি'র নামে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে। এদিন এক সংখ্যালঘু নেতা সরাসরি কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের দিকে নিশানা করে জানায়, এনআরসি'র নামে বিজেপি সাম্প্রদায়িক তাস খেলছে। এনআরসি'তে সংখ্যালঘুদের থেকেও হিন্দুদের বেশি বেশি ভয়। অসমে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শিশুধর্ষণ মামলায় সুবিচার না মেলায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২২ অক্টোবর— ৫ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় প্রায় একমাস কেটে গেলেও পুলিশ এখনও কাউকেই গ্রেফতার করেনি। তাই সুবিচারের দাবিতে থানা ঘেরাও ও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় মানুষজন। ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানার কদম্বগাছি কড়েয়া শিবতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ সেপ্টেম্বর এলাকার একটি ৫ বছরের শিশুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। স্থানীয় কদম্বগাছি ফাঁড়িতে শিশুটির নিখোঁজ হওয়ার একটি ডায়েরি করে তার পরিবার। প্রায় তিনদিন পরে বাড়ি থেকে প্রায় চারশো মিটার দূরে ঝোপের পাশে অবস্থিত একটি ডোবাতে শিশুটির নগ্ন মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি, শিশুটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় এবং দেহটি ডোবাতে ফেলে দেওয়া হয়। যার কারণে তারা দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত কদম্বগাছি ফাঁড়িতে সন্দেহভাজন পাঁচ-ছয়জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। কিন্তু প্রায় একমাস কেটে যাওয়ার পরেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার না করায় মঙ্গলবার পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে প্রায় ছয়শো স্থানীয় বাসিন্দা টাকি রোড অবরোধ করে কদম্বগাছি ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করার আশ্বাস দিলে এলাকাবাসীরা অবরোধ তুলে নেয়।

সাত্ত্বিক পুজো সম্মান পেল ৬১টি পুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে ১৭টি জেলার ৬১টি পুজো কমিটির হাতে পুজো সম্মান পুরস্কার তুলে দেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, 'আজকের দিনে থিমের পুজোর স্রোতে হারিয়ে যেতে বসেছে সনাতনী ধারা। সেই ধারাকে আবার যাতে ফিরিয়ে আনতে এই ধরনের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ একটি ভালো পদক্ষেপ। মানব সভ্যতার উষালগ্নে শাশ্বত চিরন্তনী ধর্মীয় ভাবাবেকে সামনে রেখে পূর্বপুরুষরা হিন্দুধর্মকে বিশ্ববন্দিত করেছিলেন। সেই হিন্দুধর্মের মর্যাদা আজ কালিমালিপ্ত। এর মধ্যেই এসেছে বিভাজন এবং অকল্পনীয় কুসংস্কার বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।'

সম্প্রতি মানবতর বন্ধন সুদৃঢ় করতে সনাতনী সংস্কার ও সংযুক্তি সংঘ দ্বিতীয় বর্ষে সাত্ত্বিক পূজা সম্মান প্রদানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,স্বামী নির্গুণানন্দজি মহারাজ,বন্ধুগৌরবজি মহারাজ, জয়ন্ত কুশারী, শঙ্কর শাস্ত্রী, মাখনলাল ভট্টাচার্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সত্যরঞ্জন মহাপাত্র এবং রবীন মণ্ডল অনুষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির দ্বিতীয় তিনমাস/ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সোমবার ৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ বিকাল ৪.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেশন ৪৭(২) অধীনে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.১০.২০১৯